কালীগঞ্জে স্বতন্ত্র প্রাথীর ইফতার মাহফিলে ১৪৪ ধারা জারি

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে স্বতন্ত্র প্রার্থীর ইফতার মাহফিলকে কেন্দ্র করে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। জেলা অতিরিক্ত ম্যাজেষ্ট্রেট সবির কুমার স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ ১৪৪ ধারা জারির বিষয়টি জানানো হয়। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ঝিনাইদহ-৪ আাসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে নির্বাচন করা সাইফুল ইসলাম ফিরোজ এ ইফতার মাহফিলের আয়োজন করেন। তিনি কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। দলের আদেশ অমান্য করে দলীয় প্রার্থীর বিপক্ষে নির্বাচন করায় তাকে দল থেকে বহিস্কার করা হয়।

সাইফুল ইসলাম ফিরোজ প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সফলতা ও প্রয়াত বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফেরাত কামনায় কোরআন খতম, দোয়া ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করেন। প্রস্তুতি হিসাবে কালীগঞ্জ নলডাঙ্গা স্ট্যান্ডের পাশে ফাঁকা স্থানে বিশাল প্যান্ডেল ও মঞ্চ তৈরি সম্পন্ন করেন। গতকাল রোববার দুপুর থেকে হাফেজরা কোরআন তেলওয়াত শুরু করে।

এদিকে উপজেলা কৃষক দলের পক্ষ থেকে একই স্থানে ইফতার মাহফিলের ঘোষনা দেন। ফলে দুই পক্ষের একই স্থানে অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা দেখা দেয়। ফলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। এদিকে ফিরোজের মাহফিলে হামলা হতে পারে আশঙ্কায় পুলিশ এসে তাদের অনুষ্ঠান বন্ধ করার জন্য নির্দেশ দেন। দুপুরের পর থেকে ১৪৪ ধারা জারির বিষয়টি স্থানীয়দের অবগত করতে শহরে মাইকিং করা হয়।

সাইফুল ইসলাম ফিরোজ বলেন, আমি শহীদ জিয়াউর রহমানের আদর্শে গড়ে ওঠা সৈনিক। বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের নেতৃত্বে রাজনীতি করি। আমি তারেক রহমানের সফলতা ও থালেদা জিয়ার রুহের মাগফেরাত কামনায় কর্মসূচীর আয়োজন করেছিলাম। এখন আপনাদের মাধ্যমে শুনছি ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে।

সাইফুল ইসলাম ফিরোজ বলেন, আমরা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় মাহফিল না করে অনত্রে করার ব্যবস্থা নিয়েছি।

কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বার্হী অফিসার রেজওয়ানা নাহিদ বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন জনসাধারনের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে প্রশাসন

থেকে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে তেল পাম্প কর্মচারীদের পিটুনিতে যুবক নিহতের ঘটনায় গ্রেফতার-৩

ঝিনাইদহে তেল পাম্পে কর্মচারীদের পিটুনিতে যুবক নিরব হত্যার ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। গত শনিবার রাতে নিহতের পিতা বাদী হয়ে ৪ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতদের আসামী করে সদর থানায় মামলা দায়ের করেন। এ ঘটনায় আটক ৩ জনকে ওই মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতরা হলো-সদর উপজেলার পোড়াহাটি ইউনিয়নের বারইখালী গ্রামের নাসির উদ্দিনের ছেলে,আড়ুয়াকান্দি গ্রামের ইউনুস আলীর ছেলে রবিজুল ইসলাম ও সুরাট ইউনিয়নের কাস্টসাগরা গ্রামের সাফিয়ার রহমানের ছেলে দাউদ হোসেন।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি সামসুল আরেফীন জানান, যুবক নিহত হওয়ার শনিবার রাতেই নিহতের পিতা আলিমুর বিশ্বাস বাদী হয়ে ৪ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতদের আসামী করে সদর থানায় মামলা দায়ের করেন। সেই মামলায় আটককৃত ৩ জনকে গ্রেফতার দেখানো হয়।

উল্লেখ্য শনিবার রাতে শহরের কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকার তাজ ফিলিং স্টেশনে বোতলে তেল কিনতে যান কালীগঞ্জ উপজেলার বাদুরগাছা গ্রামের যুবক নিরব হোসেন। এ সময় পাম্পের কর্মচারীরা তেল দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। যুবক নিরব হোসেন কিছুক্ষণ পরে আবারও তাজ ফিলিং স্টেশনে যান। এ সময় অন্য এক ব্যক্তিকে বোতলে তেল দিতে দেখে প্রতিবাদ করেন ওই যুবক। এরপর পাম্পের কর্মচারীরা লাঠি দিয়ে নিরবকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহত নিরব ঝিনাইদহ শহরের সরকারি বালক বিদ্যালয়ের পাশে ফাস্টফুডের ব্যবসা করত।

নিহত নিরব বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। এ ঘটনার পর বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ আরাপপুরে একটি ফিলিং স্টেশন ভাংচুর ও রাতে কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে ৩ টি বাসে আগুন ধরিয়ে দেয়। অপরদিকে বাসে আগুন দেওয়ার প্রতিবাদ রোববার সকালে ঝিনাইদহ-মাগুরা মহাসড়ক অবরোধ করে শ্রমিকরা। এতে বন্ধ হয়ে যায় ঝিনাইদহ-মাগুরা মহাসড়কের সকল প্রকার যানচলাচল। সড়কের দুই পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে ভোগান্তিতে পড়ে সাধারণ যাত্রীরা। পরে বাসে আগুন দেওয়ার সাথে জড়িতদের গ্রেফতারের আশ্বাসে ২ ঘন্টা পর অবরোধ তুলে দেয় শ্রমিকরা।

ঝিনাইদহে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে মানববন্ধন ও রিক্সা র্যালী

‘আজকের পদক্ষেপ, আগামীর ন্যায়বিচার, সুরক্ষিত হোক নারী ও কন্যার অধিকার’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপিত হয়েছে।

ওয়েলফেয়ার এফোর্টস (উই)’র আয়োজনে গ্তকাল রোববার সকালে শহরের কেন্দ্রীয় গোরস্থানের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে মানবাধিকার কর্মী, নারী উদ্যোক্তাসহ নানা শ্রেণীপেশার মানুষ অংশ নেয়।

ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এন এম শাহজালাল, এডাব’র সভাপতি এনামুল কবির বাবলু, ওয়েলফেয়ার এফোর্টস (উই)’র পরিচালক শরিফা খাতুনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ ও নারীদের অধিকার রক্ষায় সকলকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান। পরে সেখান থেকে একটি রিক্সা র্যালী বের করা হয়। র্যালিটি শহরের হামদহ মোড় ঘুরে, চুয়াডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ট হয়ে পায়রা চত্বর পদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ

হয়।

ঝিনাইদহে যুবক নিহতের ঘটনায় বাসে আগুন-ভাংচুর, প্রতিবাদে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

ঝিনাইদহে তেল পাম্পে কর্মচারীদের মারধরে যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় গভীর রাতে ৩টি বাসে আগুন দিয়েছে বিক্ষুদ্ধ ছাত্র-জনতা। এর প্রতিবাদে সকালে সড়ক অবরোধ করে ঝিনাইদহের বাসের শ্রমিকরা।

গ্তকাল রোববার সকালে শহরের কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে এ সড়ক অবরোধ শুরু হয়।

শ্রমিকরা সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে পোড়া বাস নিয়ে অবরোধ শুরু করে। এতে বন্ধ হয়ে যায় ঝিনাইদহ-মাগুরা মহাসড়কের সকল প্রকার যানচলাচল। সড়কের দুই পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে ভোগান্তিতে পড়ে সাধারণ যাত্রীরা। পরে বাসে আগুন দেওয়ার সাথে জড়িতদের গ্রেফতারের আশ্বাসে ২ ঘন্টা পর অবরোধ তুলে দেয় শ্রমিকরা।

উল্লেখ, গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় শহরের তাজ ফিলিং স্টেশনে তেল নেওয়াকে কেন্দ্র করে পাম্পের কর্মচারীদের পিটুনিতে নিহত হয় ফারদিন আহম্মেদ নিরব নামে এক যুবক। এ ঘটনায় রাতে শহরের আরাপপুরে একটি তেল পাম্প ভাংচুর ও রাত ২ টার দিকে কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে ৩ টি বাসে আগুন নেয় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্যরা।

ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মাহফুজ হোসেন বলেন, রাতে বাসে যারা আগুন দিয়েছে তাদের দ্রুত শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে।

পুলিশ আশ্বাস নেওয়ার পর রাস্তা ছেড়ে দিয়েছে শ্রমিকরা। এবিষয়ে শহরের সুধিজনরা নাম প্রকাশ না করার সর্তে বলেন কথায় কথায় তারা বাস দোকান-পাঠ, বাসা বাড়িতে আগুন দেবে এটা মেনে নেওয়া যায়না।

যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় যখন সারা শহরে শোক ও প্রতিবাদ চলছে সেই সুযোগে বৈসম্যবিরোধী নামধারী কয়েকজন ছাত্র-যুবক বাসে আগুন দিয়ে তিনটি বাস পুড়িয়ে দিয়েছে।

এর আগে পোষাকের সোরুম বন্ডে আগুনসহ কয়েকজনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও বাড়িতে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া একই সূত্রে গাথা। সব অপরাধের দৃষ্টান্ত মূলক বিচার দাবী করেন তারা।

ঝিনাইদহে তেল নিতে গিয়ে সেলসম্যানদের পিটনিতে এক যুবকের মৃত্যু

ঝিনাইদহে মোটরসাইকেলের পেট্রোল নিতে গিয়ে ফিলিং ষ্টেশন কর্মচারীদের সাথে বাগ বিতন্ডার জেরে তাদের লাঠির আঘাতে মোটরসাইকেল চালক ফারদিন আহম্মেদ নিরব (২৩) নামে এক বৈষম্য বিরোধী এক ছাত্রনেতার মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার রাত পৌণে ৯টার দিকে ঝিনাইদহ-ঢাকা মহাসড়কের ঝিনাইদহ কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকায় অবস্থিত তাজ ফিলিং ষ্টেশনে মারামারিতে আহত অবস্থায় নিরবকে স্থানীয়রা ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে রাত সাড়ে ৯টার দিকে হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

নিহত নিরব ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার বারোবার এলাকার বাদুরগাছা গ্রামের আলীমুদ্দীনের ছেলে।

ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ সব্যসাচী পাল সুমন বলেন, মুমূর্ষু অবস্থায় নিরব নামে এক রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তার মাথার পিছনে ফোলা যখম ছিল। হাসপাতালে নিয়ে আসার সময় তার হালকা পালস পাওয়া গিয়েছিল। রাত ৯:২৫ মিনিটে তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে মৃত ঘোষণা করা হয়। আন্তঃ রক্তক্ষরণের কারণে তার মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা

হচ্ছে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ওই ছেলে দুজন বন্ধুসহ মোটরসাইকেলে তেল নিতে গেলে পাম্পের সেলসম্যানেরা তাকে তেল দেয়নি। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সেলসম্যানেরা বোতলে তেল ভরছিল। সেটা দেখে আবারও পাম্পে যেয়ে বোতলে তেল ভরা ও মোটরসাইকেলে তেল না দেওয়ার কারণ জানতে জিজ্ঞাসা করলে সেলসম্যানদের সাথে বাগ-বিতন্ডা শুরু হয়। এক পর্যায়ে তাকে বাশের লাঠি দিয়ে মারা শুরু করে। পরে সে লুটিয়ে পড়লে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায় স্থানীয় ব্যক্তি ও বন্ধুরা।

ঝিনাইদহ সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাহফুজ হোসেন বলেন, ফরদিন আহমেম্দ নিরব নামের ছেলেটি টার্মিনাল এলাকার তাজ ফিলিং ষ্টেশনে মোটরসাইকেলের তেল নিতে গেলে ফিলিং ষ্টেশনের সেলস ম্যানদের সাথে হট্টগোল বাধে। একপর্যায়ে সেলসম্যানেরা তাকে পিটিয়ে আহত করে। হাসপাতালে নিয়ে গেলে কিছুক্ষণের মধ্যে সে মারা যায়। আমি ফিলিং ষ্টেশনে পরিদর্শন করেছি। তাজ ফিলিং ষ্টেশনের ৩জন সেলসম্যানকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। নিহতের পুরো পরিচয় পাওয়া যায়নি।

এর আগে শনিবার দুপুর থেকেই ঝিনাইদহের ৩৩টি ফিলিং ষ্টেশনের মধ্যে প্রায় ২৮টিতে তেল বিক্রি বন্ধ করা হয়। ঝিনাইদহ জেলা শহর ঘেষা মাত্র ২টি ফিলিং ষ্টেশনে সীমিত পরিমাণে তেল বিক্রি চালু ছিল।

নিহতের রাজনৈতিক পরিচয় নিশ্চিৎ করে ঝিনাইদহ জেলা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক সাইদুর রহমান বলেন, আন্দোলনের সময় নিরব প্রথম সারিতে সক্রিয় ছিল। তার বাড়ি ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার বারোবাজার এলাকায়। বর্তমানে শহরের আদর্শ পাড়ার বকুলতলা এলাকার একটি মেসে থাকতো।

মহেশপুরে বিএনপির কার্যালয়ে

আগুন ও ককটেল বিস্ফোরণ

ঝিনাইদহের মহেশপুরে দুর্বৃত্তদের দেওয়া আগুনে পুড়ে গেছে বিএনপির কার্যালয়। গত শুক্রবার রাতে উপজেলার মান্দারবাড়িয়া ইউনিয়নের শ্রীরামপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আগুনে পুড়ে গেছে অফিসে থাকা চেয়ার, টেবিলসহ আসবাবপত্র।

স্থানীয়রা জানায়, শুক্রবার দিবাগত রাত ১টার দিকে কয়েকজন দুর্বৃত্ত ওয়ার্ড বিএনপির কার্যালয়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়।

মুহূর্তে আগুনে পুড়ে যায় অফিসে থাকা সকল আসবাবপত্র ও দলীয় প্রধানের ছবি। সে সময় বিস্ফোরণ করা হয় দুটি ককটেল। টের পেয়ে স্থানীয়রা ছুটে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

মহেশপুর থানা বিএনপির ক্রীড়া সম্পাদক রফিকুল ইসলাম জানান, গত বুধবার ফেসবুকে তারেক রহমানকে নিয়ে পোস্ট দেওয়াকে কেন্দ্র করে স্থানীয় যুবক মহিরুদ্দিনের সঙ্গে বিএনপি সদস্য হামিদুল ইসলামের বাকবিতণ্ডা হয়। বিষয়টি ওইদিনই সমাধান করে দেন স্থানীয়রা। ওই ঘটনার জেরে বিএনপি কার্যালয়ে আগুনের ঘটনা ঘটতে পারে বলে ধারণা করছেন স্থানীয় বিএনপির কর্মীরা।

মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান বলেন, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঝিনাইদহে খুচরা সার বিক্রেতা বহাল রাখা ও নীতিমালা সংশোধনের দাবীতে মানববন্ধন

সরকার অনুমোদিত কার্ডধারী খুচরা সার বিক্রেতা বহাল রাখা ও সার সংক্রান্ত নীতিমালা সংশোধনের দাবীতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন

কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

বুধবার (৪ মার্চ) সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যলয়ের সামনে এ কর্মসূচির আয়োজন করে খুচরা বিক্রেতা এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ জেলা শাখা। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে জেলা ও উপজেলা শাখার খুচরা সার বিক্রেতারা অংশ নেয়।

ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে সংগঠনটির জেলা শাখার সভাপতি সায়েদুল আলম বাদশা, সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ, সদর উপজেলা শাখার সভাপতি তরিকুল ইসলাম টিপু, মহেশপুরের সভাপতি সাইফুল ইসলাম উজ্জল, হরিণাকুন্ডুর সভাপতি শামিম আহমেদ চাঁদ, শৈলকুপার সভাপতি বাবুল আক্তার, কোটচাঁদপুরের সভাপতি হারুন অর রশিদ ও কালীগঞ্জের সভাপতি জিল্লুর রহমানসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, খুচরা সার বিক্রেতাদের সনদ স্থগিত করায় দেশের ৪৪ হাজার পরিবার-পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করছে। তাই তাদের বহাল রেখে সার নীতিমালা ২০২৫ এর পুর্ণগঠন স্থগিত করার দাবী জানান তারা। পরে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ করেন তারা।

অনুমোদন বিহীন মিষ্টি উৎপাদন করায় ঝিনাইদহ সুইট হোটেলকে জরিমানা

ঝিনাইদহে অনুমোদন ছাড়াই মিষ্টি উৎপাদন ও বিক্রির অভিযোগে আলোচিত সেই সুইট হোটেলে অভিযান চালিয়েছে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) ও জেলা প্রশাসন। অভিযানে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

বুধবার (৪ মার্চ) দুপুরে এ অভিযান পরিচালনা করেন। আদালত সুত্রে জানা যায়, রমজানে বাজার তদারকি ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন এবং বিক্রয় নিশ্চিত করার জন্য বিএসটিআই ও জেলা প্রশাসন অভিযান চালায়। শহরের

বিভিন্ন ফলের দোকান, তেল পাম্পসহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালায় তারা।

অভিযানে সুইট হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্টে প্রয়োজনীয় অনুমোদন ও লাইসেন্স ছাড়াই প্রতিষ্ঠানটি মিষ্টি উৎপাদন ও বিক্রি করার অপরাধে বিএসটিআই আইন-২০১৮ এর ৩০/৩০ ধারা অনুযায়ী ১০ হাজার টাকার জরিমানা করে আদালত। অভিযানের নেতৃত্ব দেন জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মেহেদি হাসান।

সেসময় বিএসটিআই কুষ্টিয়া আঞ্চলিক কার্যালয়ের ফিল্ড অফিসার খাইরুল ইসলাম ও পরিদর্শক মামুনুর রহমানসহ পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

আ.লীগের কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলনকারী ছাত্রলীগ নেতাকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা

ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগ পরিত্যক্ত কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলনকারী ছাত্রলীগ নেতাকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করেছেন বাবা।

আজ বুধবার (৪ মার্চ) বিষয়টি জানাজানি হয়েছে। এর আগে গত সোমবার বাবা আবু জাফর তার সন্তানকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করেন।

জেলা নোটারি পাবলিক কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে এক হলফনামার মাধ্যমে এই ঘোষণা দেন ছাত্রলীগ নেতার বাবা মো: আবু জাফর। ঝিনাইদহ জেলা জজ কোর্টের অ্যাডভোকেট মো: সাদাতুর রহমান হাদি’র মাধ্যমে আইনগত দিকটি সম্পন্ন করেন তিনি।

গত ২১ ফেব্রুয়ারি ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের পরিত্যক্ত কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন করেন তার সন্তান নাহিদ হাসান সবুজ। সে ঝিনাইদহ সরকারি কেশবচন্দ্র (কেসি) কলেজ শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বে আছেন।

হলফনামা সূত্রে জানা যায়, নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের সঙ্গে

সক্রিয় হয়ে রাজনীতি করায় ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পোড়াহাটী ইউনিয়নের আড়ুয়াকান্দী গ্রামের ব্যবসায়ী মো: আবু জাফর (৪৮) তার ছেলে মো: নাহিদ হাসান সবুজকে (২৪) ত্যাজ্য ঘোষণা করেছেন।
হলফনামায় মো: আবু জাফর উল্লেখ করেন, তার পুত্র দীর্ঘদিন ধরে তার অবাধ্য এবং অবান্তর জীবনযাপন করে আসছিলেন। তিনি বর্তমানে পরিবারের সাথে বসবাস করেন না এবং নিজের খেয়ালখুশিমতো আলাদা থাকেন।

হলফনামায় আবু জাফর আরও অভিযোগ করেন, গত ৫ আগস্ট (২০২৪) পরবর্তী সময়ে ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করা সত্ত্বেও তার ছেলে ওই সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রমে লিপ্ত আছেন। বিশেষ করে গত ২১ ফেব্রুয়ারি ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের পরিত্যক্ত কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন করেন তার সন্তান নাহিদ হাসান সবুজ। এ সংক্রান্ত একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হলে পিতা হিসেবে তিনি বিব্রত বোধ করেন।

হলফনামায় উল্লেখ করা হয়, নাহিদ হাসান সবুজের কোনো প্রকার আয়-রোজগার, দায়-দেনা বা কর্মকান্ডের সাথে পিতা বা তার পরিবারের অন্য কোনো সদস্যের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তার কোনো অপকর্মের দায়ভার পরিবার বহন করবে না। ভবিষ্যতে তার সাথে পরিবারের সকল প্রকার রক্ত সম্পর্কীয় ও আইনি বিচ্ছেদ বজায় থাকবে।

এ ঘটনায় ত্যাজ্য ঘোষণাকারী মো: আবু জাফর বলেন, “দেশের আইন ও নীতিমালার পরিপন্থী কোনো কাজ আমার সন্তান করুক তা আমি চাই না। বারবার সতর্ক করার পরও সে শোধরায়নি, তাই বাধ্য হয়ে আমি এই কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছি।”

এ ব্যাপারে ছাত্রলীগ নেতা নাহিদ হাসান সবুজের বক্তব্য জানতে তার মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও মুঠোফোনটি খোলা পাওয়া যায়নি।

এব্যাপারে ঝিনাইদহ জজ আদালতের আইনজীবী এ্যাড. সালমা ইয়াসমিন বলেন ত্যাজ্য পূত্র বা ত্যাজ্য কন্যা আইনের কোন ভিত্তি নেই। একজন বাবা তার দায় এড়ানোর জন্য এসব করছে, এসব মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে ঘুরানোর জন্য।

[redacted]

[redacted]